দশ জান্নাতি সাহাবী: দলিলের কাঠগড়ায়

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।

মুসলিম সমাজে "আল-আশারাতুল মুবাশশারাহ" বা "দশ জান্নাতি সাহাবী" একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই হাদীসে দশজন সাহাবীকে নিশ্চিত জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই ধারণা যুগের পর যুগ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু একজন গবেষকের দায়িত্ব হলো কোনো বিষয়কে কেবল প্রচলিত হওয়ার কারণে গ্রহণ না করে, বরং কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে তা যাচাই করা। কোনো বর্ণনার সনদ কতটুকু নির্ভরযোগ্য, তার বর্ণনাকারীরা কতটুকু গ্রহণযোগ্য, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি আছে কি না, এবং প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন—এসব বিষয় নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করাই প্রকৃত ইলমী গবেষণার দাবি।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কোনো সাহাবীকে হেয় করা বা তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট বর্ণনার দলিলগত অবস্থান বিচার করা। ইসলামে সকল সাহাবীর মর্যাদা রয়েছে, তবে কোনো নির্দিষ্ট ফযীলতের দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল সহীহ ও গ্রহণযোগ্য দলিলের ভিত্তিতেই।

এই বইয়ে আমরা "দশ জান্নাতি সাহাবী" সম্পর্কিত হাদীসসমূহের সনদ, বর্ণনাকারীদের অবস্থা, মুহাদ্দিসদের মন্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করব। পাশাপাশি কুরআনের আলোকে জান্নাতের সুসংবাদ সম্পর্কিত নীতিমালাও পর্যালোচনা করা হবে, যাতে পাঠক আবেগ নয়, বরং দলিলের ভিত্তিতে বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আমাদের একমাত্র কামনা—আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে চিনে তা অনুসরণ করার এবং অসত্যকে অসত্য হিসেবে চিনে তা বর্জন করার তাওফীক দান করুন। এই বইয়ে কোনো ভুল থাকলে তা আমাদের সীমাবদ্ধতা; আর যা সত্য, তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"আমার তাওফীক তো একমাত্র আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।" (সূরা হূদ, ১১:৮৮)

❑ প্রচলিত জাল হাদিস আশারা মুবাশিরা ১০ জন জান্নাতি সাহাবীর গল্প

▪জামি আত তিরিমিযি, হাদিসঃ৩৭৪৭।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ ".

হাদ্দাছানা কুতাইবাহ ইবন সাঈদ, হাদ্দাছানা আব্দুল আজীয ইবন মুহাম্মাদ (আদ-দারাওয়ার্দী), আন আব্দুর রহমান ইবন হুমাইদ, আন আবীহি (অর্থাৎ তাঁর পিতা হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান), আন আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

"আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর জান্নাতে, আবদুর রহমান ইবন আওফ জান্নাতে, সা'দ জান্নাতে, সাঈদ জান্নাতে এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতে।"

সহীহঃ মিশকাত (৬১১), তাখরীজ ত্বাহাভীয়াহ্ (৭২৮)।

❑ আসুন হাদীসটির রাবীদের ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক:

🔷রাবীঃ আব্দুল আজীয ইবন মুহাম্মদ ইবন উবাইদ আদ-দারাওয়ার্দী

▪ তাকরীবুত আত তাহযীব,খন্ডঃ২,পৃঃ৩৭১,রাবীঃ৪১১৯।

লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি [মৃ:৮৬২হি:]

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم المدني : صدوق كان يُحدث من كتب غيره فيخطىء، قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر من الثامنة، مات سنة ست - أو سبع -وثمانين . ع .

আব্দুল আজীয ইবন মুহাম্মদ ইবন উবাইদ আদ-দারাওয়ার্দী, **আবূ মুহাম্মদ আল-জুহানী (তাদের মুক্তদাস), মাদানী। তিনি সত্যবাদী ((صدوقরাবী। তবে তিনি যখন অন্যের কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন ভুল করতেন। ইমাম নাসাঈ বলেছেন: 'উবাইদুল্লাহ আল-উমারী থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার।' তিনি অষ্টম তাবাকার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।** ১৮৬ বা ১৮৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। ''ع'চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তাঁর হাদীস সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/cnBJvjHZlxDfLAbmC

🔷**বিশ্লেষণঃ** দেখুন আব্দুল আজীয ইবন মুহাম্মদ ইবন উবাইদ আদ-দারাওয়ার্দী, ভুল করতেন দূর্বল রাবী তাহলে হাদীসটি কিভাবে সহীহ হয় ❓

🔷**রাবীঃ** **হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ**

▪তাকরীবুত আত তাহযীব,খন্ডঃ১,পৃঃ৩২৮,রাবীঃ১৫৫২।

লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি [মৃ:৮৬২হি:]

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني : ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومئة على الصحيح (٢) ، وقيل : إن روايته عن عُمر مرسلة . ع .

হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ আয-যুহরী আল-মাদানী—তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত (সিকাহ) রাবী এবং তাবিঈদের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর ইন্তিকাল ১০৫ হিজরিতে হয়েছে। **তবে কোনো কোনো আলেম উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মুরসাল, অর্থাৎ তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি; তাই তাঁর নামে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো সরাসরি সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়।**

শেষে ((ع চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর হাদীস কুতুবে সিত্তাহ-এ বর্ণিত হয়েছে।

PDF লিংকঃ

https://share.google/cnBJvjHZlxDfLAbmC

🔷**বিশ্লেষণঃ** আমরা জানি যে উমর ইবনে খাত্তাব (রঃ) শহীদ হন ২৩ হিঃ তে, উপরন্ত রেফারেন্সে দেখতে পাচ্ছি রাবী হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ সেই সময় জন্ম গ্রহণই করেননি ।

❑ আসুন এবার হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রহঃ) এর পিতা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রঃ) এর ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক:

🔷**রাবীঃ** আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ)

▪তারিখ মাদিনা দামিস্ক, খন্ডঃ৩৫,পৃঃ২৪৪।

লেখকঃ ইবনে আসাকির আল শাফিই [৪৯৯-৫৭১হি:]

عبد الملك بن الحسن ، أنا أبو نصر البخاري قال :

عبْد الرَّحْمن بن عَوْفِ بن عبد عَوْف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب أَبُو مُحَمَّد القرشي الزهري المديني، شهد بدراً وكان اسمه عبد عمرو، فسماه النبي ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وهو أخو عَبْد الله بن عَوْف، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، سمع النبي ، وروى عنه ابنه إبراهيم في الوكالة والخمس والجنائز .

وقال خليفة وعمرو بن علي : مات سنة اثنتين وثلاثين - زاد عمرو : هو ابن خمس وسبعين سنة (١) .

عثمان . وقال غيره : مات لست سنين بقين من خلافة عثمان، وقال بعضهم لسبع من سني

هكذا ذكره البخاري، وقال الذهلي : قال يَحْيَى : مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين، وسنه خمس وسبعون (٢) ، وقال يَحْيَى: ولد بعد الفيل بعشر سنين، وكذلك قال الواقدي،

وكذلك قال عمرو بن علي .

আবদুল মালিক ইবনুল হাসান বর্ণনা করেন, আবু নসর আল-বুখারী বলেন:

আবদুর রহমান ইবন আওফ ইবন আবদু আওফ ইবন আবদুল হারিস ইবন যুহরা ইবন কিলাব, তাঁর কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ। তিনি কুরাইশ বংশের যুহরী এবং মাদিনাবাসী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদু আমর। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺতাঁর নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখেন।

তিনি আবদুল্লাহ ইবন আওফ-এর ভাই ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম আশ-শিফা বিনতে আওফ ইবন আবদ ইবন আবদুল হারিস ইবন যুহরা।

তিনি নবী -ﷺএর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) এবং জানাযা-সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

খলীফা ইবন খাইয়্যাত ও আমর ইবন আলী বলেন, **তিনি ৩২ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন। আমর ইবন আলী আরও বলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।**

অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতের শেষ ছয় বছর অবশিষ্ট থাকতে ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ইন্তিকাল হয় উসমান (রা.)-এর খেলাফতের শেষ সাত বছর অবশিষ্ট থাকতে।

এরপর লেখক (ইবনে আসাকির) বলেন:

ইমাম বুখারী এভাবেই তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। আর আয-যুহলী বলেন: ইয়াহইয়া বলেছেন, তিনি ৩১ অথবা ৩২ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

ইয়াহইয়া আরও বলেন, তিনি হাতির ঘটনার (আমুল ফীল) দশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একই মত ব্যক্ত করেছেন আল-ওয়াকিদী এবং আমর ইবন আলী।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/a8PqVQy0fHhbX6xiG

▪ইমতাউল ইসমা,খন্ড:৬,পৃঃ১৩৭।

লেখকঃ তাকিয়ুদ্দীন আহমাদ আল-মাকরীযী (মৃঃ৮৪৫হিঃ)

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي الزهرى [أبو محمد]، كان اسمه في الجاهلية : عبد عمرو، وقيل : عبد الكعبة، فسماه رسول الله ﷺ عبد الرحمن [أمه] : الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل دخول النبى الله بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدراً وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان له حظ في التجارة، وكسب مالاً كثيراً، خلف بعير، وثلاثة آلاف شاة، ومائة فرس، وصولحت امرأته عن ربع الثمن بثلاثة وثمانين ألفاً، ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل: ثنتين وثلاثين عن خمس وأربعين سنة، وقيل عن اثنتين وسبعين سنة

আবদুর রহমান ইবন আওফ ইবন আবদু আওফ ইবন আবদ ইবন আবদুল হারিস ইবন যুহরা ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লু'আই আল-কুরাশী আয-যুহরী। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মাদ।

জাহিলিয়াত যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু আমর। অন্য একটি মতে, তাঁর নাম ছিল আবদুল কা'বা। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺতাঁর নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখেন।

তাঁর মায়ের নাম ছিল আশ-শিফা বিনতে আওফ ইবন আবদুল হারিস ইবন যুহরা।

তিনি হাতির ঘটনার (আমুল ফীল) দশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। নবী ﷺ মদীনায় আগমনের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺতাঁর সঙ্গে সা'দ ইবন রাবী' (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব (মুয়াখাত) স্থাপন করেছিলেন।

তিনি বদর যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺদুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি শূরা পরিষদের ছয় সদস্যের একজন ছিলেন।

তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত সফল ছিলেন এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী হন। তিনি মৃত্যুকালে এক হাজার উট, তিন হাজার ভেড়া এবং একশত ঘোড়া রেখে যান। তাঁর এক স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে নিজের অংশের বিনিময়ে তিরাশি হাজার দিরহাম লাভ করেছিলেন।

তিনি মদীনায় ৩১ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন। অন্য একটি মতে ৩২ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৪৫ বছর, আবার কেউ বলেছেন ৭২ বছর। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ৭৫ বছর বয়সেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

PDF লিংকঃ

https://share.google/YiKB6McJDp0gepq3f

◆বিশ্লেষণঃ আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন ৩২ হিজরিতে এবং তার ছেলে হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রহঃ) ৩২ হিজরিতেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাহলে কি করে হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রহঃ) তার পিতা আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) থেকে হাদিস শুনেন ❓

❑ আসুন এবার বুখারীর হাদিস কিভাবে কুরআনের সাথে বিরোধ তৈরি করছে দেখে নেই

▪সুরাঃ আল আহক্বাফ, আয়াতঃ৯। [৪৬:৯]

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

বল, ‘আমি কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে ; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’

▪সুরাঃ আল আহক্বাফ, আয়াতঃ৯। [৪৬:৯]

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

বল, ‘আমি কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে ; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’

▪সুরাঃ নাহল, আয়াতঃ৩২।[১৬ঃ৩২]

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰٮهُمُ الْمَلٰۤـئِكَةُ طَيِّبِيْنَ‌ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَـنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

ফিরিশ্‌তাগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশ্‌তাগণ বলিবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৫৬৭৩।

أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلميَقُوْلُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّه" أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّه" أَنْ يَسْتَعْتِبَ.

বর্ণনাকারী: আবূ হুরায়রা (রাঃ)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নেক 'আমাল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকজন প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেনঃ আমাকেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন। কাজেই মধ্যমপন্থা গ্রহণ কর এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভাল লোক হলে (বয়স দ্বারা) তার নেক 'আমাল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে সে তাওবাহ করার সুযোগ পাবে। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৫৮)

🔷বিশ্লেষণঃ "এই হাদীস অনুযায়ী, নবী ﷺনিজ সম্পর্কে কখনো নিশ্চিতভাবে বলেননি যে তিনি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কিছু নির্দিষ্ট সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন (অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী)।" বিষয়টি হাস্যকর,।

সুরাঃ নাহল, আয়াতঃ৩২।[১৬ঃ৩২] অনুযায়ী হাদিসের আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন। এটা ভুল করা কেননা বিচার দিবসে

কেবল আমলের উপর ফয়সালা হবে পাপ পূন্যের বিনিময়ে পুরুষ্কার দিবেন জান্নাত অথবা জাহান্নাম ।

হাদীসে রসুল (সাঃ) নাকি বলেছেন আমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নেক ‘আমাল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকজন প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেনঃ আমাকেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন। ❌

একটু ভালো করে ভাবুন তো হাদিসের এই গল্পটুকু,।

আসুন এবার আমি একটা গল্প বলি, একটা পরিক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে যে ভালো করে পড়ালেখা করেছে সে ভালোই লিখছে আর যে পড়াশোনা করে নাই সে লিখতে পারছে না, যাই হোক পরিক্ষা শেষ রেজাল্ট দেওয়া হলো । যে ভালো করে ঠিকঠাক লিখতে পারছে শিক্ষক তাকে ভালো নাম্বার দিয়েছে এবং পাশ করিয়ে দিয়েছে , আর যে ভালো করে লিখতে পারে নাই ঠিকঠাক সে কম নাম্বার পেয়েছে এবং পাশ করতে পারেনি ।

▪এখানে কি আমরা বলতে পারি যে শিক্ষক চাইলেই

ফেল করিয়ে দিতে পারেন বা পাশ করিয়ে দিতে পারেন ❓।

▪ধরুন যে ভালো করে ঠিকঠাক লিখেছে তাকে শিক্ষক ফেল করিয়ে দিলো এটা কি ন্যায় হবে ❓

▪অথবা ভালো লিখে যে পাশ করলো তাকে কি শিক্ষক করুনা করলো নাকি সে তার যোগ্যতায় পাশ করেছে ❓

▪সুরাঃ আল মুলক, আয়াতঃ২।

ٱلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُۙ

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল,

▪সুরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ৮২।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓٮِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَـنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

◆ উপরন্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ মানুষকে ইমান ও সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন । এখানে আল্লাহ কুরুনার ভিত্তিতে জান্নাত দিচ্ছেন না,

❑ প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী প্রতিদান পাবে কোনো অবিচার করা হবে না

▪সুরাঃ আল আহক্বাফ, আয়াতঃ১৯। [৪৬:১৯]

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

▪সুরা: আল ইয়াসীন,আয়াতঃ৫৪। [৩৬:৫৪]

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আজ কাহারও প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

▪এছাড়াও আমরা আরো দেখতে পারি: [৩:২৫][৪৫:২২]

❑অহংকার করে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত থাকা:

▪সুরা: আল মুমিন, আয়াতঃ৬০। [৪০:৬০]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَـكُمْ‌ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারবশে আমার ‘ইবাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।’

[৭:১৪৬] [১৭:৩৭]

❑ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা সবাই হয়ে যেতাম এক জাতি ।

▪সূরা হূদ — আয়াত: ১১৮।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَـعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَۙ

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

■সূরা আন-নাহল — আয়াত: ৯৩।

■সূরা আল-মায়িদাহ — আয়াত: ৪৮।

❑ **কে হেদায়েতের পথে আছে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।**

■সূরা আল-আন‘আম, আয়াতঃ ১১৭।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক তো সবিশেষ অবহিত এবং সৎপথে যাহারা আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

■ সূরা আন-নাজম, আয়াতঃ ৩০।

■**সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ৬২৭৪।**

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِحَىٍّ يَمْشِي أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ .

বর্ণনাকারী: সা‘দ (রাঃ)

তিনি বলেন, **আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) ব্যতিরেকে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানকারী কোন জীবিত লোকের ব্যাপারে বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতে বিচরণ করছে।** (ই. ফা. ৬১৫৬, ই. সে. ৬১৯৯)

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ ৩৮১২।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لِأَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ الْآيَةَ قَالَ لَا أَدْرِيْ قَالَ مَالِكٌ الْآيَةَ أَوْ فِي الْحَدِيْثِ

বর্ণনাকারী: সা‘দ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – কে আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম (রাঃ) ছাড়া যমীনে বিচরণশীল কারো ব্যাপারে এ কথাটি বলতে শুনিনি যে, “নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী’। সা‘দ (রাঃ) বলেন, তাঁরই ব্যাপারে সুরাহ আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ “এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য দান করেছে। (উক্ত হাদীসের শুরুতে উল্লেখিত সানাদে ইমাম বুখারীর উস্তাজ) ‘আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ (সন্দেহ পোষণ করে) বলেন যে, বর্ণনাকারী মালিক উল্লেখিত আয়াতটি নিজের তরফ হতে এখানে বৃদ্ধি করে বলেছেন নাকি এ হাদীসের সানাদের সাথেই সম্পৃক্ত তা জানি না। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৫৩০, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৫৩৭)

Facebook post:

https://www.facebook.com/share/p/1H4rH65iL3/